তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫০৪

**‘তাপমাত্রাজনিত জরুরি অবস্থা’ জারির বিষয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য**

ঢাকা, ৩ বৈশাখ (১৬ এপ্রিল):

ঢাকাসহ বেশিরভাগ জেলায় রেকর্ড তাপমাত্রা পরিস্থিতিতে দেশে ‘তাপমাত্রাজনিত জরুরি অবস্থা’ জারি করা হতে পারে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রীকে উল্লেখ করে কয়েকটি অনলাইন নিউজ পোর্টালে সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। এটি মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছে। বিষয়টিতে বিভ্রান্তির সৃষ্টির সুযোগ রয়েছে বিধায় সবার অবগতির জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অবস্থান পরিস্কার করা হলো।

প্রকৃত বিষয় হলো, আবহাওয়া অধিদপ্তর দেশের আবহাওয়ার দৈনন্দিন বিষয় জনগণের অবগতির জন্য নিয়মিত বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রচার করে থাকে। চরম আবহাওয়ার কারণে জনগণের স্বাস্থ্যগত কোনো বিষয় থাকলে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে জনগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে থাকে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় জলবায়ুর দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তন নিয়ে কাজ করে থাকে।

একটি অনলাইন নিউজ পোর্টালের প্রতিনিধি পরিবেশমন্ত্রীকে ‘তাপমাত্রাজনিত জরুরি অবস্থা’ জারির বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি জানিয়েছিলেন, আবহাওয়াজনিত জরুরি অবস্থা জারি করার মতো কোনো সিদ্ধান্ত এখনো হয়নি। বৃষ্টি হলেই এ তাপদাহ কমে যাবে। সরকার এ জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে কি না তা ভবিষ্যতের বিষয়।

মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য হলো, বর্তমানে দেশে যে তাপদাহ বয়ে চলেছে এর জন্য মূলত বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি দায়ী। বৈশ্বিক এ তাপমাত্রা বৃদ্ধি রোধে UNFCCC-এর আওতায় বিশ্বব্যাপী নানাবিধ কার্যক্রম চলছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার জলবায়ু পরিবর্তন রোধে বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে হালনাগাদ ন্যাশনালি ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশান জমাদান, জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা প্রণয়ন, মুজিব ক্লাইমেট প্রসপারিটি প্লান প্রণয়ন এবং বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তবায়ন। বিশ্বের সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা এ তাপমাত্রা বৃদ্ধি রোধ করতে পারে।

#

দীপংকর/পাশা/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/২১৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫০৩

**রাষ্ট্রপতির সাথে প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ৩ বৈশাখ (১৬ এপ্রিল) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

আজ বঙ্গভবনে এসে পৌঁছালে রাষ্ট্রপতি ফুল দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান।

রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব মোঃ জয়নাল আবেদীন ব্রিফিংয়ে জানান সাক্ষাৎকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্প্রতি তাঁর কাতার সফরের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন। এছাড়া তাঁর সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত করেন প্রধানমন্ত্রী।

সফলভাবে দুই মেয়াদ সম্পন্ন করায় রাষ্ট্রপতিকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী। রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালনকালে সার্বিক সহযোগিতার জন্য প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সরকারকে ধন্যবাদ জানান।

এর আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপতির পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ইফতারে অংশ নেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এবং রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিবগণ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

ইফতারের আগে, দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

#

ইমরানুল/পাশা/সঞ্জীব/মোশারফ/জয়নুল/২০২৩/২০২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫০২

**মানুষের ক্ষতি হয় এমন কোনো কাজ মেনে নেব না**

**- স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ বৈশাখ (১৬ এপ্রিল):

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, ‘মানুষের ক্ষতি হয়, এমন কোনো কাজ আমরা মেনে নিতে পারি না, হতে দেব না। ভুল ওষুধে যেমন মানুষের মৃত্যু হতে পারে, তেমনি ভুল কসমেটিকস এর কারণে মানুষের শরীরে ক্যান্সার হতে পারে, এমনকি ধীরে ধীরে শরীরের কিডনি পর্যন্ত নষ্ট করে দিতে পারে। এজন্যই ওষুধের মতো কসমেটিকস এর জন্যও আইন থাকা প্রয়োজন।’

আজ রাজধানীর মতিঝিলে এফবিসিসিআই ভবনে এফবিসিসিআই আয়োজিত ‘প্রস্তাবিত ঔষধ ও কসমেটিক্স আইন-২০২৩: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট ও ভবিষ্যৎ প্রভাব’ বিষয়ক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

ঔষধ ও কসমেটিকস আইন-২০২৩ কেবিনেটে পাস হয়ে সংসদে ওঠার অপেক্ষায় রয়েছে উল্লেখ করে এই অবস্থায় আইনটি থেকে কসমেটিকস অংশ বাদ দিয়ে শুধু ঔষধ এর ওপর আইন পাস করার অনুরোধ জানিয়ে সভায় উপস্থিত বিভিন্ন কোম্পানির মালিক ও প্রতিনিধিগণ জোরালো বক্তব্য রাখেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক এসময় সভায় উপস্থিত স্টেক হোল্ডারদের আশ্বস্ত করে বলেন, আমরা কারও ক্ষতির জন্য নয়, আমরা উৎসাহ দিতে চাই। যেন আমাদের ইন্ডাস্ট্রি বড় হয়, যাতে অনেক লোকের কর্মসংস্থান হয়, সরকার বেশি রাজস্ব আহরণ করতে পারে। কাজ করতে গেলে কিছু সমস্যা হতেই পারে, তার সমাধানও আছে।

মন্ত্রী আরো বলেন, ঔষধ খারাপ হলে রোগী অসুস্থ হয়ে যাবে। ডাক্তার ভালো, মেশিন ভালো, কিন্তু মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ যেটা খাওয়ালেন সেটা নকল, নিম্নমানের তাহলে রোগ সারবে না। এন্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স তৈরি হতে থাকবে। এসব দেখার দায়িত্বতো স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের। এসব কারণে প্রায় ২০টি শিল্প বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এমনকি অনেক মেডিকেল কলেজও আমরা বন্ধ করে দিয়েছি। মানুষের ক্ষতি হয় সেগুলো আমরা চলতে দিতে পারি না, দেবও না।

মন্ত্রী বলেন, কসমেটিকস মানুষের মুখে, শরীরে লাগানো হয়, বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা হয়। কসমেটিকসে ক্ষতিকর কোনো উপাদান থাকলে, সেগুলো ব্যবহার করে মানুষের ক্ষতি হয়। এসব ক্ষতিকর কসমেটিকস কেউ যদি দীর্ঘ মেয়াদে ব্যবহার করে তাহলে, স্কিন ক্যান্সার হতে পারে, দীর্ঘ মেয়াদে ব্যবহার করলে কিডনি, লিভার আক্রান্ত হয়।

সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য দেন এফবিসিসিআই সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন। মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফলিত রসায়ন ও কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান ড. মোঃ নুরনবী। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএসটিআই মহাপরিচালক মোঃ আবদুস সাত্তার এবং বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) লোকমান হোসেন মিয়া।

সেমিনারে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন ঔষধ কোম্পানি এবং কসমেটিকস কোম্পানির প্রতিনিধিবৃন্ধ প্রস্তাবিত, ওষুধ ও কসমেটিকস আইন-২০২৩ একত্রিত না করে পৃথকভাবে প্রণয়ন করার দাবি জানান। পাশাপাশি প্রস্তাবিত আইনটি পাস করার আগে যেন সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সেই দাবি জানান।

#

মাইদুল/পাশা/সঞ্জীব/মোশারফ/শামীম/২০২৩/১৯৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫০১

**লন্ডনে বিএনপির ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় প্রবাসীদের প্রতি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর আহ্বান**

ঢাকা, ৩ বৈশাখ (১৬ এপ্রিল) :

তথ্য ও সম্প্রচার এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘দেশের আদালতে দন্ডপ্রাপ্ত তারেক রহমান লন্ডনে বসে যে দেশবিরোধী অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, দেশপ্রেমিক প্রবাসী জনতা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তা প্রতিহত করবে, যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগও নানামুখী পদক্ষেপ নেবে।’

আজ লন্ডনে স্থানীয় একটি হোটেলে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময়কালে তিনি একথা বলেন। যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সুলতান মাহমুদ শরীফের সভাপতিত্বে বৈঠকটি সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুক।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সারাদেশ ঘুরে দেখেছি, এই মুহূর্তেই যদি নির্বাচন দেওয়া হয়, তাহলেও আমাদের জয়লাভের সম্ভাবনা অনেক বেশি। আমরা দলকে যেভাবে সংগঠিত করতে পেরেছি, বিএনপি তা পারেনি। কারণ দেশ থেকে নয়, তারেক রহমানের নির্দেশনায় লন্ডন থেকে তারা পরিচালিত হন। বিএনপি নেতারা লন্ডনে আসেন, তারেক রহমানের নির্দেশনা নিয়ে চলে যান।’

হাছান মাহমুদ বলেন, ‘নির্বাচনে বিএনপির আশা নেই এবং যে আন্তর্জাতিক চক্র আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে, তারাও ইতিমধ্যে অনুধাবন করেছে যে, বিএনপিকে দিয়ে হবে না। সে কারণে বিএনপি ও সেই চক্র নির্বাচন ভণ্ডুল করার অপচেষ্টায় লিপ্ত। এই ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় দেশে-বিদেশে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।’

তথ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের অতীত ও বর্তমান কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, ইউরোপে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ ঐক্য ও শৃঙ্খলার অনন্য উদাহরণ এবং লন্ডন শহর আওয়ামী লীগের অনেক আন্দোলন ও সংগ্রামের সাক্ষী।

এসময় আসন্ন সিলেট সিটি কর্পোরেশন (সিসিক) নির্বাচনে মনোনয়ন পাওয়ায় যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীকে অভিনন্দন জানিয়ে হাছান মাহমুদ বলেন, যুক্তরাজ্যেও নৌকার প্রার্থীর পক্ষে সিসিকের ভোটারদের মাঝে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রচারণা চালাতে হবে।

সংগঠনের সভাপতি প্রবীণ রাজনীতিবিদ সুলতান মাহমুদ শরীফ প্রবাসীদের পাসপোর্ট নবায়ন, নতুন পাসপোর্ট ইস্যু, নো ভিসা রিকোয়ার্ড সুবিধা ও পাওয়ার অভ অ্যাটর্নি সনদ সম্পর্কিত অসুবিধা দূর করতে সরকারের প্রতি অনুরোধ জানালে মন্ত্রী যথাসাধ্য করার আশ্বাস দেন।

যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি আলহাজ্ব জালাল উদ্দিন, সহসভাপতি এম এ রহিম সিআইপি, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মাশূক ইবনে আনিস, দপ্তর সম্পাদক শাহ শামীম আহমেদ, অর্থ বিষয়ক সম্পাদক আশুক আহমেদ আশুক, জনসংযোগ সম্পাদক রবিন পাল, যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক তারিফ আহমদ, বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক আ স ম মিসবাহ, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক সৈয়দ সুরুক আলীসহ দপ্তর সম্পাদক খসরুজ্জামান খসরু, যুক্তরাজ্য যুবলীগ নেতা আনোয়ার ইসলাম, যুক্তরাজ্য ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শাহাদত জয়, ছাত্রলীগ নেতা সৈয়দ শিপু প্রমুখ সভায় যোগ দেন।

#

আকরাম/পাশা/সঞ্জীব/মোশারফ/জয়নুল/২০২৩/১৯৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫০০

**বিআইডব্লিউটিসিকে মানসম্পন্ন জায়গায় যেতে হবে**

**- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ বৈশাখ (১৬ এপ্রিল):

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, বিআইডব্লিউটিসিকে মানসম্পন্ন জায়গায় যেতে হবে। বিআইডব্লিউটিসি আর্থিকভাবে লাভবান হলে এর শ্রমিক কর্মচারীরাও লাভবান হবে। আমাদের সরকারের কমিটমেন্ট আছে- বাংলাদেশের মানুষকে ভালো রাখা। বিআইডব্লিউটিসির বিরাট সম্ভাবনা আছে। এটাকে কাজে লাগাতে হবে। মনোযোগ ও ভালোবাসা দিয়ে কাজ করে বিআইডব্লিউটিসিকে এগিয়ে নিতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় বাংলামোটরস্থ বিআইডব্লিউটিসি অফিসে বিআইডব্লিউটিসি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কমিটি আয়োজিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত গরিব ও অসহায়দের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে; উন্নয়নশীল থেকে উন্নত দেশের কাতারে যাচ্ছে; সেক্ষেত্রে বিআইডব্লিউটিসি পিছিয়ে থাকবে কেন? বিআইডব্লিউটিসি মানহীন থাকবে তা হবে না। বিআইডব্লিউটিসি একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। এর উন্নয়নে ডিটেইল স্টাডি প্লান থাকা দরকার। এলক্ষ‍্যে দ্রুত পদক্ষেপ নিন। দেশের অনেক অঞ্চলে বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলে বিআইডব্লিউটিসির সেবা দেয়ার অনেক সুযোগ রয়েছে। ডিটেইল স্টাডির মাধ‍্যমে সেসব অঞ্চলে সেবা বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে। করোনা পরবর্তী রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ পরিস্থিতিতে শুধু বাংলাদেশ নয়, সমগ্র বিশ্ব সংকটে আছে। সংকটকে জয় করতে চাই। বিআইডব্লিউটিসির উন্নয়নে ভালো প্রোপোজাল নিয়ে আসবেন; সাথে থাকব।

বিআইডব্লিউটিসি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মোঃ মহসিন ভূইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন‍্যান্যের মধ‍্যে বক্তব‍্য রাখেন বিআইডব্লিউটিসির চেয়ারম‍্যান এস এম ফেরদৌস আলম।

গরিব ও অসহায়দের মাঝে ৫০০ প‍্যাকেট উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়। প্রতিটি প‍্যাকেটে চাল, তেল, সেমাই ও চিনি রয়েছে।

#

জাহাঙ্গীর/পাশা/সঞ্জীব/মোশারফ/শামীম/২০২৩/১৬৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর : ১৪৯৯

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৩ বৈশাখ (১৬ এপ্রিল) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী শনিবার সকাল ৮টা থেকে আজ রবিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৮ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৪০ শতাংশ। এ সময় ২ হাজার ১৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৪৬ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ৫ হাজার ৫৫৬ জন।

#

সুলতানা/পাশা/মোশারফ/রেজাউল/২০২৩/১৬২৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৯৮

**টিকিটবিহীন কোন যাত্রী ষ্টেশনে প্রবেশ করতে পারবে না**

**-রেলপথ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ বৈশাখ (১৬ এপ্রিল):

রেলপথ মন্ত্রী মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন বলেছেন, টিকিটবিহীন কোন যাত্রী স্টেশনে প্রবেশ করতে পারবে না।

মন্ত্রী আজ ঈদ যাত্রার সার্বিক প্রস্তুতি দেখতে ঢাকায় কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন পরিদর্শন শেষে উপস্থিত সাংবাদিকদের এ কথা বলেন।

রেলপথ মন্ত্রী তার বক্তব্যে বলেন, আমাদের দুটি প্রধান ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা । গ্রামের বাড়িতে ঈদ কাটানোর উদ্দেশ্যে কয়েক লক্ষ মানুষ ঢাকা শহর থেকে এসময় গ্রামে আসা যাওয়া করে। পরিবহনের অন্যতম একটি মাধ্যম হচ্ছে রেলওয়ে । ঈদের সময় এর ওপর প্রচন্ড চাপ তৈরি হয়। এই চাপ সামলানোর জন্য আমরা প্রস্তুতি নিয়ে থাকি এবং বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকি। আমাদের সে পরিকল্পনা আমরা একমাস আগেই মিডিয়ার মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছি।

তিনি আরো উল্লেখ করেন, এবছর রেল‌ওয়ের সবচেয়ে বড় যে পরিবর্তন নেয়া হয়েছে তা হল ঈদের ৫ দিন আগে ও ঈদের ৫ দিন পরে এই দশ দিন আন্তঃনগর ট্রেনসমূহের টিকিট শতভাগ অনলাইনে বিক্রি করা হচ্ছে। ইতোমধ্যেই ঈদ যাত্রার টিকেট বিক্রি হয়ে গেছে এবং আগামীকাল ১৭ তারিখ থেকে ঈদের ট্রেন চলা শুরু হবে।

মন্ত্রী আরো উল্লেখ করেন, ১৭ এপ্রিল থেকে ঈদের পূর্বদিন পর্যন্ত ঢাকাগামী একতা, দ্রুতযান, পঞ্চগড় নীলসাগর, কুড়িগ্রাম, লালমনি ও রংপুর এক্সপ্রেস ট্রেন সমূহের ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশনে যাত্রা বিরতি থাকবেনা, কারণ এসব ট্রেনে বিমানবন্দর থেকে যাত্রীরা সিট দখল করে থাকে।

রেলমন্ত্রী আরো বলেন, অতীতে বিভিন্ন সময় যাত্রীদের চাপের কারণে এক ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতো আমরা এবার সেজন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। কমলাপুর, বিমানবন্দর, জয়দেবপুর স্টেশনে অস্থায়ী বাঁশ এর বেড়া নির্মাণ করা হয়েছে যাতে যাত্রীরা সারিবদ্ধভাবে টিকেট প্রদর্শন করে ঢুকতে পারে এবং টিকেটবিহীন কোন যাত্রী যেন ঢোকার সুযোগ না পায়।

সিডিউল বিপর্যয় বিষয়ে মন্ত্রী উল্লেখ করেন, আমাদের বেশিরভাগই সিঙ্গেল লাইন। কোন একটি ট্রেনের ১০ মিনিট বিলম্ব হলে বাকী অনেক ট্রেনকে বিলম্বের মুখে পড়তে হয়, তাছাড়া এখনকার আবহাওয়ার তাপমাত্রা অনেক বেশি তাই গতি কম রাখতে হচ্ছে। এই বিষয়গুলোকে সামনে রেখে সকলকে ধৈর্য ধরার আহ্বান জানান তিনি।

এসময় রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব ডঃ মোঃ হুমায়ুন কবীর, বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক কামরুল আহসানসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

#

শরিফুল/পরীক্ষিৎ/সিরাজ/মাহমুদা/শামীম/২০২৩/১৫৩২ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী নম্বর** : ১৪৯৭

**ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসের কর্মসূচি**

ঢাকা, ৩ বৈশাখ (১৬ এপ্রিল) :

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনে সরকারের পক্ষ থেকে নানা কর্মসূচি নেয়া হয়েছে।

১৭ এপ্রিল মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্রে, সকাল ৯ টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিবসটির সূচনা হবে। এরপর স্মৃতিকেন্দ্রে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হবে এবং মুজিবনগর আম্রকাননে বীর মুক্তিযোদ্ধা, পুলিশ, বিজিবি, আনসার ও ভিডিপি, বিএনসিসি, স্কাউটস, গার্লস গাইড ও স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী কর্তৃক গার্ড অব অনার প্রদান এবং বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হবে।

সকাল ১০ টায় মুজিবনগরে গীতিনাট্য ‘জল মাটি ও মানুষ’ প্রদর্শিত হবে। সকাল ১০ টা ৪৫ মিনিটে মুজিবনগরের শেখ হাসিনা মঞ্চে এ দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে।

দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী বাণী দেবেন। দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে সংবাদপত্রগুলো বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করবে। বেতার ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করবে।

১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় সরকারি ছুটি থাকবে। ঢাকা ও মুজিবনগরে এ দিবস উপলক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও ভবনে আলোকসজ্জা এবং সড়কদ্বীপ জাতীয় পতাকায় সজ্জিত করা হবে। পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আলোচনা সভা ও মোনাজাত ও প্রার্থনা করা হবে।

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসেও দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে কর্মসূচি পালন করা হবে।

#

মারুফ/পরীক্ষিৎ/সিরাজ/আসমা/২০২৩/১৪৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৯৬

**নতুন করে স্বপ্ন দেখাচ্ছে পাট**

**-বাণিজ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ বৈশাখ (১৬ এপ্রিল):

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপের ফলে সোনালি আঁশ তথা পাট আমাদের এখন সোনালি স্বপ্ন দেখাচ্ছে।

আজ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে 'জুট প্রোডাক্টস বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল'-জেপিবিপিসি গঠন সংক্রান্ত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, অভ্যন্তরীণ বাজার ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন করে ইউরোপসহ বিভিন্ন দেশে পাটজাত পণ্য রপ্তানি বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এ লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাটজাত পণ্যকে ২০২৩ সালের ‘বর্ষপণ্য’ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী এই সম্ভাবনাময় খাতের উন্নয়নকে আরো বেগবান করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ‘জুট প্রোডাক্টস বিজনেস প্রোমোশন কাউন্সিল’ গঠন করেছে।

পাট ও পাটজাত পণ্য উৎপাদনে সরকার সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান করছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, বর্তমানে পাটের উৎপাদন ও পাটপণ্য ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেকে পাট ও পাটপণ্য উৎপাদনে এবং রপ্তানি করে নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্তন করছে। প্রধানমন্ত্রী দূতাবাসগুলোকে পাটজাত পণ্য প্রদর্শন এবং বাজার সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেছেন। যার ফলে পাট নতুন করে স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেছে।

দেশে পাট শিল্পের পুনরুজ্জীবন এবং আধুনিকায়নের ধারা বেগবান করার পাশাপাশি পাটজাত বহুমুখী পণ্যকে আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি বৃদ্ধিতে জুট প্রোডাক্টস বিজনেস প্রোমোশন কাউন্সিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে জানিয়ে তিনি বলেন রপ্তানি সম্ভাবনাময় খাতসমূহের উন্নয়নে বিজনেস প্রোমোশন কাউন্সিল ইতোমধ্যে সাতটি খাতভিত্তিক কাউন্সিল গঠন করে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

মন্ত্রী বলেন, পাট খাতের বৈশ্বিক রপ্তানি আয়ের ৭২ শতাংশ এখন বাংলাদেশের দখলে। এছাড়া দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে কেবল ব্যাগের চাহিদা দশ কোটি থেকে ৭০ কোটিতে উন্নীত হয়েছে এবং অন্যান্য পাটপণ্যের চাহিদা রয়েছে প্রায় হাজার কোটি টাকা। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, ২০২১-২২ অর্থবছরে এ খাতে রপ্তানিতে প্রায় ১১৩ কোটি মার্কিন ডলার আয় হয়েছে বলেও জানান।

পলিথিন ব্যাগের বিকল্প হিসেবে পাটের ব্যাগের ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, পাটের ব্যাগ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে থাকে। যদিও পলিথিনের তুলনায় পাটের ব্যাগের দাম একটু বেশি তবে পরিবেশবান্ধব।

মন্ত্রণালয় থেকে চিনির দাম কমানোর ঘোষণা দেয়ার পরেও বাজারে দাম বেশি, সাংবাদিকদের এমন এক প্রশ্নের জবাবে টিপু মুনশি বলেন, রমজান শেষের দিকে, সামনে ঈদ। এতে চিনির চাহিদা বেড়ে গেছে। যে কারণে দামেও কিছুটা প্রভাব পড়েছে। চিনির মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, জুট প্রোডাক্টস বিজনেস প্রোমোশন কাউন্সিলকে কোম্পানি আইনে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গঠন করার জন্য খসড়া চূড়ান্ত করা হয়। কাউন্সিলের সদস্য এসোসিয়েশন হিসেবে এই খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট আটটি এসোসিয়েশনকে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

#

হায়দার/পরীক্ষিৎ/সিরাজ/মাহমুদা/শামীম/২০২৩/১৪৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৯৫

**চারঘাট-বাঘায় ১০ হাজার পরিবারের মাঝে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর খাদ্যসামগ্রী বিতরণ**

রাজশাহী, ৩ বৈশাখ (১৬ এপ্রিল):

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম রাজশাহীর চারঘাট ও বাঘায় ১০ হাজার অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেছেন। পবিত্র রমজান ও ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে গতকাল পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী চারঘাট ও বাঘা উপজেলার ১৩টি ইউনিয়ন ও ৩টি পৌরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডের প্রান্তিক পর্যায়ের দিনমজুর ও খেটে খাওয়া মানুষদের মাঝে ১০ হাজার ব্যাগ খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেন।

চারঘাট-বাঘা এলাকায় অন্যান্য বছরের মতো এবারও পবিত্র রমজান মাসে ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে ব্যক্তিগত উদ্যোগে অসহায় মানুষের মাঝে ঈদবস্ত্র হিসাবে শাড়ী, লুঙ্গী, পাঞ্জাবী বিতরণ করেন। এছাড়া এবার চলমান বৈশ্বিক মন্দায় দেশের প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা যখন কিছুটা কমে গেছে এই অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী নানারকম সহায়তা দিয়ে অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

শাহরিয়ার আলম গতকাল রাজশাহীর বাঘা উপজেলার পাকুড়িয়া ও মনিগ্রাম ইউনিয়নে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেন।

এসময় আওয়ামী লীগের স্থানীয় পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

মহসিন/পরীক্ষিৎ/সিরাজ/মাহমুদা/শামীম/২০২৩/১১২১ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

**তথ্যবিবরণী নম্বর** : ১৪৯৪

**ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৩ বৈশাখ (১৬ এপ্রিল) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক ‘মুজিবনগর দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“আজ ১৭ই এপ্রিল ঐতিহাসিক ‘মুজিবনগর দিবস’, বাঙালি জাতির জীবনে এক অবিস্মরণীয় দিন। ১৯৭১ সালের এই দিনে তৎকালীন মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার শপথ গ্রহণ করে।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা- শহিদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম, শহিদ তাজউদ্দীন আহমেদ, শহিদ মোহাম্মদ মনসুর আলী এবং শহিদ আবুল হাসনাত মোহাম্মদ কামারুজ্জামান-কে । শ্রদ্ধা জানাই মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদের স্মৃতির প্রতি এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনদের প্রতি।

’৭০-এর নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফলে আওয়ামী লীগ জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদে সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ যথাক্রমে ১৬৭টি এবং ২৯৮টি আসনে জয়লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ৩রা জানুয়ারি আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সকল সংসদ সদস্য রেসকোর্স ময়দানে ৬-দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের শপথ গ্রহণ করেন। ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’- সঙ্গীত দিয়ে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এসময় ‘আমার দেশ তোমার দেশ, বাংলাদেশ, বাংলাদেশ’ স্লোগান দেন। তিনি ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে দীর্ঘ ২৩ বছরের শাসন-শোষণ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট রূপরেখা প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনাবলী সারা পূর্ব বাংলায় অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়। বাংলাদেশের সকল প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম তাঁর নির্দেশিত পথেই পরিচালিত হতে থাকে। ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা ‘অপারেশন সার্চ লাইট’ এর নামে ঘুমন্ত নিরস্ত্র বাঙালিদের নির্বিচারে হত্যা শুরু করে। ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে জাতির পিতা শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা বার্তা লিখে যান, যা ইপিআর ওয়্যারলেস, টেলিগ্রাম এবং টেলিপ্রিন্টারের মাধ্যমে সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এর অব্যবহিত পরেই পাকিস্তানি সামরিক জান্তা শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে।

১০ এপ্রিল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমেদকে প্রধানমন্ত্রী করে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি গণপরিষদ গঠনপূর্বক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কর্তৃক ইতোপূর্বে ঘোষিত স্বাধীনতার প্রতি দৃঢ় সমর্থন ও অনুমোদনের মধ্য দিয়ে মুজিবনগর সরকার একটি স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি করে। ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে শতাধিক দেশি-বিদেশি সাংবাদিকের উপস্থিতিতে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ গ্রহণ করে। পাশাপাশি এদিন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুমোদিত হয়। মেহেরপুর হয়ে উঠে অস্থায়ী সরকারের রাজধানী এবং সেদিন থেকে এ স্থানটি ‘মুজিবনগর’ নামে পরিচিতি লাভ করে। মুজিবনগর সরকারের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হওয়ার দু’ঘন্টার মধ্যেই পাকিস্তান বিমান বাহিনী বোমাবর্ষণ ও আক্রমণ চালিয়ে মেহেরপুর দখল করে। ফলে, বাংলাদেশের সরকার ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় এবং সেখান থেকে কার্যক্রম চালাতে থাকে। পাকিস্তানি জান্তা সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নারকীয় তান্ডবলীলা ও হত্যাযজ্ঞ চালাতে থাকে। ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

-২-

স্বাধীনতার সাড়ে ৩ বছরের মাথায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি জাতির পিতাকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে। ৩রা নভেম্বর জেলখানায় মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী জাতীয় চারনেতাকেও নৃশংসভাবে হত্যা করে। এরপর দীর্ঘ ২১ বছর বাংলাদেশে গণতন্ত্র ছিলনা। ১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পর আমরা জাতির পিতাসহ জাতীয় চারনেতা হত্যার বিচার করেছি। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে পুনরায় সরকার গঠনের পর ‘আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল’ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবতাবিরোধী অপরাধী ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করেছি। সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের পথ বন্ধ করেছি। সেই থেকে গত সাড়ে চৌদ্দ বছরে আমরা উন্নয়নের সকল সূচকে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধন করেছি। আমরা দারিদ্র্যের হার ২০ শতাংশের নীচে নামিয়ে এনেছি। আমরা জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে ‘জিরো টলারেন্স নীতি’ গ্রহণ করেছি। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত করেছি। ২০৩০ সালের মধ্যে ‘টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট’ অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছি। আমরা বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ প্রণয়ন করেছি এবং এর বাস্তবায়নও শুরু করেছি।

মুজিবনগর দিবসে আমার আহ্বান- সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের বিনিময়ে হলেও ত্রিশ লাখ শহিদ ও দু’লাখ নির্যাতিত মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে সমুন্নত রাখতে হবে। জাতির পিতা যে অসাম্প্রদায়িক, ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত-সমৃদ্ধ ‘সোনার বাংলাদেশ’ বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন, সকল দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে ঐক্যবদ্ধভাবে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে হবে। ইনশাআল্লাহ, আগামীর বাংলাদেশ হবে- স্মার্ট জনগোষ্ঠী, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সমাজ এবং স্মার্ট সরকার ব্যবস্থার সমন্বয়ে একটি ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’।

আমি ‘মুজিবনগর দিবস’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

সরওয়ার/পরীক্ষিৎ/সিরাজ/সাঈদা/কলি/আসমা/২০২৩/১০৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৯৩

**ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসে** **রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৩ বৈশাখ (১৬ এপ্রিল) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“আজ ১৭ এপ্রিল, ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস। এ উপলক্ষ্যে আমি দেশবাসী ও প্রবাসে অবস্থানরত সকল বাংলাদেশিকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় ১৭ এপ্রিল এক স্মরণীয় দিন। আমি এই মাহেন্দ্রক্ষণে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, মহান স্বাধীনতার স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামারুজ্জামান-কে যাঁদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে মুজিবনগর সরকার পরিচালনার মাধ্যমে নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমাদের মহান স্বাধীনতা অর্জিত হয়। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী ত্রিশ লক্ষ বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ বুদ্ধিজীবী এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও সমর্থনকারী সকল স্তরের জনগণ ও বিদেশি বন্ধুদেরকে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের মাধ্যমে পাকিস্তানি শোষকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মুক্তিসংগ্রামের যে পথ চলা শুরু হয়, ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠনের মাধ্যমে তা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল তদানীন্তন মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে স্বাধীন-সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছিলেন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি ও তাজউদ্দীন আহমদ কে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। মুজিবনগর সরকার গঠনের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য ১৯৭০ এর নির্বাচনে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নেতৃত্বে একটি সাংবিধানিক সরকার আত্মপ্রকাশ করে। এই সরকার গঠনের ফলে বিশ্ববাসী স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামরত বাঙালিদের প্রতি সমর্থন ও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে। জনমত সৃষ্টি, শরণার্থী ব্যবস্থাপনা ও যুদ্ধের রণকৌশল নির্ধারণে মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা বাঙালির স্বাধীনতা অর্জনকে বেগবান করেছে।

বঙ্গবন্ধু সবসময় রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি একটি সুখী-সমৃদ্ধ দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে অবস্থান নিয়েছে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনসহ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রশংসনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত পদ্মাসেতু ও মেট্রোরেল ইতোমধ্যে চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল, কর্ণফুলি টানেলসহ মেগাপ্রকল্পগুলোর কাজও নিরবচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা ২০৪১ সালে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছি। আমি এ লক্ষ্য অর্জনে দেশবাসীকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কার্যকর অবদান রাখার আহ্বান জানাচ্ছি।

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উদযাপনের মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানতে পারবে এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’ গঠনে অবদান রাখবে – এই প্রত্যাশা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/পরীক্ষিৎ/সিরাজ/মাহমুদা/শামীম/২০২৩/১০৩২ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ